# Vakta Katha

Issue 2, Vol 1, 2012

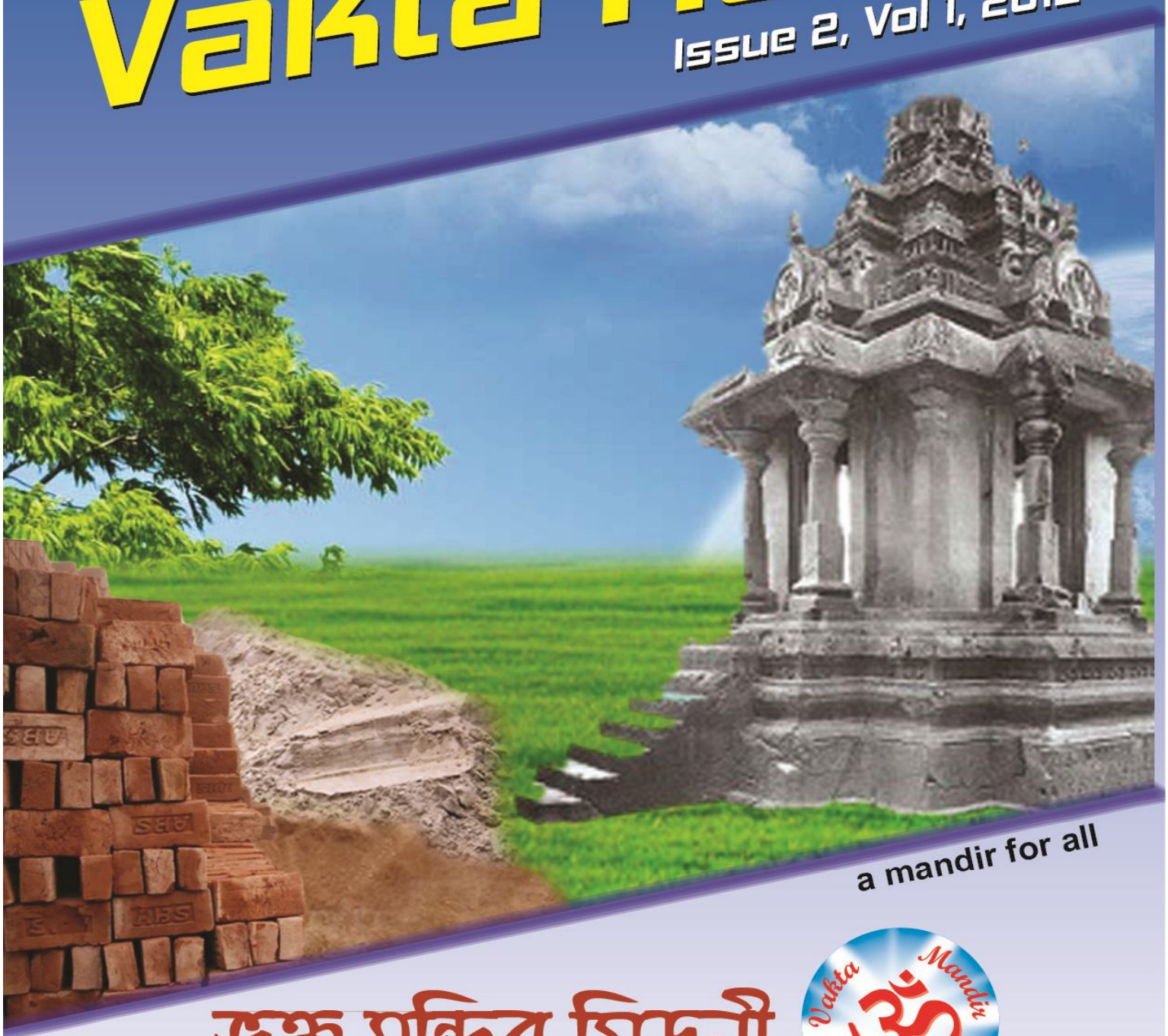

a mandir for all

## ভক্ত মন্দির সিডনী

E-mail: info@vaktamandir.org.au
Web: www.vaktamandir.org.au
P.O Box 742, Wentworthville, NSW 2145

# warm up the winter with our sizzler

specials from charcoal tandoori oven

kashi caters for a variety of parties like birthdays, weddings, baby showers, hens nights and anniversaries. the kashi team will assist you to host a memorable function and enjoy the ambience, and personalised service of kashi.

## gift vouchers!

the perfect way to say thank you, happy birthday, happy anniversary or congratulations.

Kashi
indian restaurant

**p: 02 96 790 790**
a: 233 annangrove rd, annangrove nsw 2156
e: contact@kashirestaurant.com.au
w: www.kashirestaurant.com.au

**conditions apply, booking essential*

# EDITORIALS

তলস্তয়ের থ্রি কোশ্চেনস গল্পে পড়েছিলাম
'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় কী?'
'এখন। এই মুহূর্ত।'
'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কী?'
'এখন যা করছি।'
'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ কে?'
'যিনি এখন আমার সামনে বসে আছেন।'

আমরা সবাই আমাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি একান্ত অনুগত। আর অনুগত বলেই আমরা আমাদের লক্ষে পৌছাতে পারছি বা পথে আছি। সামর্থ, যোগ্যতা, সৎ-ইচ্ছা,সুযোগ ইত্যাদীর মাধ্যমে যেকোনও কঠিন কাজই সফল ভাবে সম্পূর্ণ করা যায়।

এই দৃষ্টিকোণ থেকেই ভক্ত মন্দিরের কাজ কে আমরা আমাদের এই মুহূতের্র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে গণ্য করছি। আমরা বিশ্বাস করি যে, একটা বড় কাজ করার জন্য যদি একশত ঘণ্টার মুল্যবান সময়ের প্রয়োজন হয় তা একশত ব্যাক্তির প্রত্যেকের এক ঘণ্টা করে অথবা পঞ্চাশ ব্যাক্তির প্রত্যেকের দুই ঘণ্টা করে মিলিয়ে মোট একশত ঘণ্টার কাজ করে ফেলা খুবই সহজ। যারা এক দুই ঘণ্টা করে সময় দিচ্ছেন তারা কিন্তু তাদের মাত্র এক বা দুই ঘণ্টাই দিচ্ছেন। ঠিক এইভাবে অথের্র মুল্যায়ন ও করা যেতে পারে।

একটা মন্দির মানে একটা আশ্রয়। যার আশ্রয়ে আমরা আমাদের নিজেদের ও আমাদের ভবিস্বত প্রজন্মদের একটা সুন্দর গোছানো সংস্কৃতির জীবন দিতে পারব। তাই আসুন আমারা একসাতে হাতে হাত, কাধে কাধ মিলিয়ে ভক্ত মন্দির এর জন্য কাজ করি।

সামনের তিনটা বছর ভক্ত মন্দিরের জন্য অনেক কর্মবহুল। আপনাদের পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতাই আমাদের কাজ কে আরও সু-সংগত ও সুচারু করবে।

সর্বশেষে সকল ট্রাস্ট মেম্বারদের ও আমাদের শুভানুধ্যায়ী স্পন্সরদের জানাচ্ছি শুভ জন্মাষ্টমীর শুভেচ্ছা। আজকের এই আয়জনকে স্বাফল্যমুন্ডিত করতে যারা কাজ করেছেন ও করছেন তাদের সবাইকে ভক্ত মন্দির সীডনীর পক্ষ থেকে জানাই ধন্যবাদ ও আন্তরিক অভিনন্দন।

*First of all on behalf of Vakta Mandir Sydney i would take this opportunity to thank all our Trustees, Advisors, Trust members, Contributors and sponsorors for their active help and support in driving us to this wonderful Janamashtami celebration as well as VMS Musical Nights 2012.*

*By means, we could be from different choices, knowledge and places but spiritually as well as scientifically we all are from the same root and we are human being. Our thoughts might be poles apart but in terms of worshipping the God we do exactly the same. For an instance, we all share our sorrows and unachieved desires to the God and become happy when some of them come into true.*

*Like-wise we can all now desire a temple for our well known community and prepare well-balanced lives for our descendants.*

*Vakta Mandir Sydney is a name that is now persisted in our mind and soul. We now would like to encourage you to come and help us in achieving this goal. We have come across and sting going through a great process.*

*We are now on the second year of our 5 years plan to build the Vakta Mandir in Sydney.*

*Bidhan Chakraborty*
*Trustee (Press & Publications)*

# VAKTA MANDIR SYDNEY EXECUTIVE BOARD

## Advisory Board Members

1. Pronab Fouzder
2. Ashotosh Das

## Trustees

1. Ashoke Kundu - Treasury
2. Bidhan Chakraborty - Press & Publication
3. Dr. Jayanta Kar - Event Management
4. Dr. Subrata Biswas - Membership Management
5. Suman Saha - Administration

## Trustee's Executive Board Members

1. Mrs Ratna Fouzder
2. Mrinal Dewanjee
3. Subhra Majumdar
4. Bijoy Kumar Gupta
5. Subrata Kumar Saha
6. Babul Podder
7. Probir Mahata
8. Mrs Mukta Golder
9. Mrs Sraboni Kar
10. Mrs Tonusri Kar
11. Mrs Malobika Chakraborty
12. Mrs Chanda Dutta
13. Mrs Parul Sarker
14. Sanjay Dutta
15. Gowtam Das
16. Debjoy Mukherjee
17. Rahul Raju SKD

## Cultural Program Co-ordinator

1. Mrs Urmi Talukdar

**Vakta Mandir Sydney likes to thank the following sponsors and financial contributors for the Janmashtami & VMS Musical Night 2012**

***Sponsors:*** *Kashi Indian Restaurant, Western Sydney Property Group, AFK International, Phoenix World Travel Lords & Jewellery Ltd.*

***Financial Contributors:*** *Ashoke Kundu, Ashutosh Das, Babul Podder, Bidhan Chakraborty, Bijoy Kumar Gupta, Debjoy Mukherjee, Gowtam Das, Jayanta Sarkar, Monti Saha, Mrinal, Dewanjee, Probir Maharta, Pronab Fouzder, Rahul Raju SKD, Sanjay Dutta, Shuvra Majumder, Subrata Biswas, Suman Saha, Swagoto Bhatta*

**Vakta Mandir Sydney has not used any fund from the Trust Account to organize the Janmashtami & VMS Musical Night 2012.**

# Message from Trustee (Admin)

*"yadaa yadaa hi dharmasya*
*glaanirbhavati bhaarata.*
*Abhyutthaanam.h adharmasya*
*tadaatmaanM sRRijaamyaham.h.."* - ***Bhagavad Gita***

*The birth of Lord Krishna was for the express purpose of re-establishing the fundamentals of faith within the hindu people. As spoken in the Bhagavad Gita by Krishna himself yada yada hi dharmasya, glaanirbhavati bharata, i.e. whenever faith is under attack in this world, I will re-appear to protect those who are devoted to me and to re-establish faith and order. The message of Vedanta preached to Arjuna through the Bhagavad Gita is perhaps the seminal work and crown in the jewel of all Hindu texts.*

*Sri Krishna, the eighth incarnation of Lord Vishnu is the most popular avatar and is regarded as purna avataar (complete incarnation). All other deities are regarded as his manifestation. His story and his exploits (leela) are numerous and very well known. To the Hindu, he is the supreme statesman, warrior, hero, philosopher, teacher and God himself.*

*I like to thanks all the members of Vakta Mandir Sydney for organising the celebration of Sri Krishna Janmashtami. I like to thank all the sponsors and contributors for their contribution in the Janmashtami event. I also like to acknowledge all the artists performing in the VMS Musical Night 2012. All the credits go to the volunteers who worked really hard to make this event successful.*

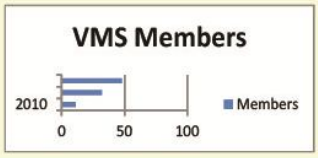


*Vakta Mandir Sydney wants to bring the community together in prayer and practice Hindu culture. I like to request all the members in the community to extend their helping hand in building Vakta Mandir Sydney.*

*Shuvo Janmashtami.*
*Suman Saha, Initiator and Trustee (Administration)*

# MESSAGE FROM GUEST

*I send my best wishes to all my friends in the Hindu community during the Janamastami celebrations. Janamastami is a joyous occasion celebrated across different parts of India and the world. The festival honours the birth of Lord Krishna, who was born on the eighth day of Sravana month.*

*I reaffirm my support for the Vakta Mandir Sydney because I believe it is important for people of faith to be able to come together and celebrate their faith in a sacred place.*

*I would like to thank the Vakta Mandir Sydney for the great work they do in the community and also thank the Hindu community I represent for their contribution and commitment to making Greenway a great place to live.*

*Yours sincerely*

*Michelle Rowland MP*
*Federal Member for Greenway*

# Message from Trustee (Membership Management)

*On behalf of Vakta Mandir Sydney Family I wish all the best for everybody on this holy occasion of Janamashtami. May Krishna keep you all safe and happy and bring progress and prosperity for all Krishna Vaktas. I like to thank everybody involved in the holy cause of Vakta Mandir for working hard for making this Janamashtami celebration a remarkable success. Let us all work together to make a Bengali Hindu temple in Sydney a dream come true.*

*Hare Krishna,*

*Dr. Subrata Biswas*
*Trustee (Membership Management)*

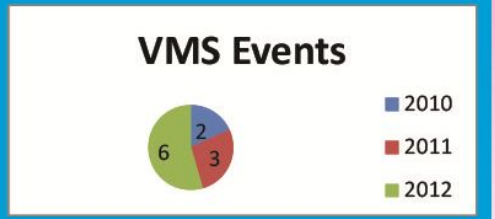

## জন্মদিনে মথুরা-বৃন্দাবন ভ্রমন

অনেক দিন থেকে ইচ্ছে ছিলো ,একবার জন্মদিনে আগ্রাতে তাজমহল দেখতে যাব। ২০০৭ এর পর এবার আমি আর সুমন পরিকল্পনা করি যে বাড়িতে এবার কাউকে না জানিয়ে সবাইকে চমকে দিব। পরিকল্পনা মত আমরা বাড়ীতে সবাইকে চমকে দিলাম এবং আমার জন্মদিনের ২ দিন আগে রাজধানী এক্সপ্রস রেল গাড়ী চরে ২১ ঘন্টা পর দিলী পৌছে গেলাম। সেখান থেকে অমলেন্দু কাকুর সহযোগিতায় গাড়ীতে করে পৌছে গেলাম আগ্রাতে। আমার ছোট বেলার এবং একমাএ ঘনিষ্ট বান্ধবী সুর্বনা। সুর্বনার মাসী আমার ও মাসী -শীপ্রা মাসী, যখন শুনলো যে আমরা আমার জন্মদিনে আগ্রাতে যাচ্ছি, মাসী বলো পারলে যেন মথুরা বৃন্দাবনে শ্রী কৃষ্ণ দর্শন করে আসি।

আমার জন্মদিনের সকালে আমি আর সুমন গাড়ীতে চড়ে মথুরা বৃন্দাবন তাজমহলের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যাই।আমাদের গাড়ীর ড্রাইবার যখন আমাদের সারাদিনের পরিকল্পনা শুনলো অবিস্বাস্য ভাবে সর্টকার্ট রাস্ড় দিয়ে আমাদের কে একদিনে মথুরা-বৃন্দাবন-তাজমহল ভ্রমন করালো।আমরা শ্রী কৃষ্ণ দর্শন করলাম খুব ভাগ্যের জোরে কিছু মন্দির বন্ধ হবার আগে এবং কিছু মন্দির ভোগের পর পর খোলার সাথে সাথে রাধাকৃষ্ণের সেই অপুর্ব রূপ দর্শন করলাম।আমাদের এই ভ্রমনের সাফল্যের এই সব মুহুত্তের জন্য আমাদের সহযোগিতা করেছে অমলেন্দু কাকু, শীপ্রা মাসী,সেই দিনের আমাদের গাড়ির ড্রাইভার ভাই।

বৃন্দাবন একটি পুর্নভুমি ভগবান শ্রী কৃষ্ণের লীলা ভুমি। আমার ভাল লাগা ---"শ্রী কৃষ্ণের দর্শন", "তাজমহল", "বৃন্দাবনের তুলসী গাছ", "প্রতিটি মন্দিরের চুড়ায় সোনার কলস", "গাছের একদিকে ডান হাত অন্যদিকে বাম হাত-এক দেহে দুই প্রান", "তুলসী গাছের সিন্দুর যা অবিবাহিত মেয়েদের সিথিতে যদি কনো অবিবাহিত ছেলে পরায় তবে তাদের মিলন অনিবার্য। আমার পছন্দের ঘটনা ছিলো ---প্রাচীন ও প্রথম বৃন্দাবন মন্দিরের কাছে থাকা কিছু বাঁদর যারা চশমা কেড়ে নিয়ে যায়। সুমন চশমা হাতে নিয়ে ঘুরছিল.....

কি ভাল লাগে নি --- আমি তুলশীর মালা কিনতে চেয়েছিলাম আমার মা, শ্বাশুরী ও দিদা শ্বাশুরীর জন্য। মন্দিরের একদম পাশের দোকান থেকে আমাকে এক একটা তুলসীর মালা একশো রূপীতে বিক্রী করলো। যা পরবর্তীতে বুজতে পারলাম কাঠের মালা!

*সবাইকে শুভ জন্মাষ্টমীর শুভেচ্ছা।*
*উর্মী তালুকদার*

# PUBLICATIONS

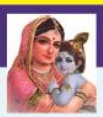

## JANMASHTAMI HISTORY

**Ashotosh Das**

*Janmashtami is the day to commemorate the birth anniversary of Lord Krishna. Lord Krishna is the eight incarnation of Lord Vishnu. Every year in Indian sub-continent, people celebrate Janmashtami with lot of fervor and enthusiasm. There is lot of enjoyment and merrymaking with lots of Janmashtami activities. One of the most popular is the breaking of 'dahi handi' or the butter pot. We all know about Janmashtami celebrations, so let us know about the Janmashtami history.*

*Janmashtami history dates back to thousand years. People have come to know about the different legends of Janmashtami through scholars and other elderly people. It is believed that Lord Krishna was born for killing Kansa and other demons, to free the earth from all sources of evil, to spread the message of brotherhood and to aid Arjun (one of the Pandavas) during the epic battle of Kurukshetra.*

*On the day of Janmashtami, people bathe the baby Krishna and perform elaborate and grand Janmashtami pooja. On this day, Lord Vishnu is invoked to bestow us with good luck and prosperity; to fulfill all our wishes. Besides, the historical background of Janmashtami tells us that Lord Krishna loved milk and milk products. Hence, people prepare delicious delicacies on this day especially from milk, butter and curd.*

*Krishna is considered to be one of the most powerful incarnations of Vishnu who was born in this world to get rid of evil demons. Janmashtami history goes back to several thousands of years when Lord Krishna was born to Devaki and Vasudevaa who were imprisoned by his maternal uncle Kamsa, the king of Mathura.*

*It was foretold that Devaki's 8th child would be responsible for Kamsa's death. So, the king imprisoned his sister and her husband and killed all the 7 children born to Devaki prior to the birth of Lord Krishna. However, there was some divine intervention which helped save the life of the 8th child who was Lord Krishna.*

*Once the baby was born, some divine voice instructed Vasudeva to take the child away and exchange it with the newborn child of Nanda and Yashoda who resided in Gokul. There was some miracle due to which the prison gates opened automatically and Vasudeva could carry the child in a basket along the waters of the Yamuna river. The child was surprisingly protected from the rains by the snake called Sheshnag. After leaving the child in Gokul, Vasudeva took away Nanda and Yashoda's child back to Mathura.*

## ABOUT LORD KRISHNA'S TEACHINGS

*Lord Krishna emphasized on the fact that one should get rid of emotional attachments, as they are considered as illusions or Maya. He believed that every living or non-living object born on Earth must be free from worldly things and they should submit to God. Lord Krishna gave emphasis on the benefit of meditation, as he felt that it was a way of looking into our inner selves.*

*He also asked everyone to get rid of materialistic things in the world. Lord Krishna stressed on the spread of love and peace. He wanted people to move along the path of righteousness (or Dharma) and good deeds in order to attain salvation. Lord Krishna also emphasized on the concept of Satsanga; thus, he advised people to remain in the company of sadhus.*

*Due to the profound impact he had on the Hindus, Lord Krishna is widely worshipped by one and all. His birthday is celebrated as the Janmashtami, which usually falls on the 8th day of the Krishna Paksha during the month of Bhadrapada in the Hindu calendar.*

**- Ashotosh Das**

## Celebrating Krishna

*"I am the conscience in the heart of all creatures*
*I am their beginning, their being, their end*
*I am the mind of the senses,*
*I am the radiant sun among lights*
*I am the song in sacred lore,*
*I am the king of deities*
*I am the priest of great seers..."*

*This is how Lord Krishna describes God in the Holy Gita. Krishna is the eight incarnation of Lord Vishnu.*

*Many scholars regard the period between 3200 and 3100 BC as the period in which Lord Krishna lived on earth. Krishna took birth at midnight on the ashtami or the 8th day of the dark fortnight in the Hindu month of Shravan (August-September). The birthday of Krishna is called Janmashthami.*

*Krishna was born in Mathura but spent his time in Gokul , Vindravan, Mathura and eventually settling in Dwarka in Gujarat. Dwarka happens to be near my ancestral home Visawada. It has always made me wonder why did my ancestors go to settle in Visawada from Gir.*

*One of the most interesting piece of work I find is the advice given to Arjuna by Lord Krishna during the great war.*

*It is interesting the charioteer Krishna takes off to the battle field. This is when Arjuna realizes that many of his kinsmen and old friends are among the ranks of the enemy, and is appalled by the fact that he is about to kill those he loves.*

*He is unable to stand there any longer, refuses to fight and says that he does not "desire any subsequent victory, kingdom, or happiness." Arjuna questions, "How could we be happy by killing our own kinsmen?"*

*Krishna in order to persuade him to fight, reminds him that there is no such act as killing. He explains that the soul is the only reality; the body is simply an appearance, its existence and annihilation are illusory. And for Arjuna, a member of the "Kshatriya" or the warrior caste, fighting the battle is 'righteous'. It is a just cause and to defend it is his duty or dharma.*

*"...if you are killed (in the battle) you will ascend to heaven. On the contrary if you win the war you will enjoy the comforts of earthly kingdom. Therefore, get up and fight with determination... With equanimity towards happiness and sorrow, gain and loss, victory and defeat, fight. This way you will not incur any sin." (The Bhagavad Gita)*

**** Source- About Hinduism. Translated by Harish Velji***

# OPEN FORUM

## Mandir

*A Hindu temple (Sanskrit: mandira), is a house of worship for followers of Hinduism. They are usually specifically reserved for religious and spiritual activities.*

*A Hindu temple can be a separate structure or a part of a building. A feature of most temples is the presence of murtis of the Hindu deity to whom the temple is dedicated. They are usually dedicated to one primary deity, called the presiding deity, and other subordinate deities associated with the main deity. However, some temples are dedicated to several deities, and some have symbols instead of a Murti.*

## Why Do We Need Temples?

*Every religion in its own tradition builds houses of worship. It is the Temple/Mandir that fuels our faith in God, strengthens our society and teaches us to trust one another and to become trustworthy.*

*Schools will educate the mind, but who will educate the soul? Hospitals will mend a broken arm, but who will mend a broken heart? Cinemas and arcades will excite the mind, but where will one go for peace of mind?*

*A Mandir is a Centre for learning about man, nature and God. It is where ethics and values are reinforced. It is where people celebrate festivals and seek shelter in sad times. It is where talents in various arts – music, literature and sculpture, etc. – are offered in the service of God.*

## Why We Must Go To The Temple?

*The main purpose of a temple is to create a place to worship whereby people who believe, place statues of someone who had done great contributions to human beings and respect him/her. It is also used as a tool to remember his/her goodness in our daily life to always be helpful to others. That's the main reason to establish a temple.*

*In everyday life, there are some people who go to the temple not only to worship but also to ask for something. And some of their wishes are granted so that they tell others through mouth to mouth and finally temple becomes a place ask anything to fulfil humans desire for wealth, reputation, love, luck, etc. So it finally becomes a tradition.*

*From time to time, the main purpose of going to the temple becomes blurs. Many people come to the temple always have some purpose to ask for something. It does not mean that it is not allowed to ask but initially we have to understand the meaning of going to the temple.*

*Temples are built not only for people to beg for something but also to worship. When we are visiting we should forget all our busy activity and spent the time to recall about God as our protector by paying respect to the Deities that are in the temple while also reflecting their way of lives and characters that we must imitate.*

*Therefore, we should not go to the temple only when we have problem and we should not forget about going to temple when we are happy.*

*If we can go to the temple regularly to pray, we can always remember the Gods and the Deities so that if we want to do something bad, we can control it. If we can live our life in a good way, which is to respect our ancestors, parents and the Deities, then when we encounter any difficulties, the Deities will gladly help us. We believe that human being has his or her own destiny. So before helping us, the Deities will initially see how we behave in our daily life. Therefore we are advised to often do good deeds and donate.*

*People, who do not understand the main purpose of going to temples, usually do not have strong faith because they only expect the temples to fulfill all their wishes. If their wish is not fulfilled then their faith will easily fade away.*

## Why do we go to Temple?

*We go to temple mainly for worshiping or offering our prayers or keeping a promise or so to the Lord. By going to temples we get these positive vibes due to which we get peace of mind and our mind will be filled with positive thoughts on going to temple.*

*We can have all these in our home too, but its not that easy tasks. We need to transcendent everything to reach to such a state like Sri Ramakrishna Paramhamsa which is indeed too difficult for us but not impossible.*

***As a Hindu we visit temples at various stages of life for various reasons, but in general we all go to the temple;***

- *To seek solace from this world.*
- *For peace of mind.*
- *To narrate our worries to whom we believe will resolve it for you.*
- *To ask for something which you believe is difficult to gain in your capacity.*
- *Very rarely we go to the temple to thank god for what he has given us already.*

## Talking about stages of life:

*As a child you wouldn't have a choice, you visit the temple with your parents/grandparents*

*As a school boy, maybe you go there for playing with friends/eating the Prasad*

*As a teen you probably go to ask for help in your exams/love*

*After marriage there's only one reason you go there and that is for asking "PEACE"*

*At old age you go to the temple, to thank god for this life*

***Source:***
***Gopi Kumar, Leo, Baps, Vijayaragavan, Sobha, Naveen K S.***

## VAKTAPEDIA

- অ্যানথ্রাক্সের ভাইরাস এক দশক থেকে শ্যাংং করে ১০০ বছর পর্যন্ড় সুপ্ত অবস্থায় থাকতে পারে। মাটির নিচেই এই ভাইরাসের জন্ম।
- বেশির ভাগ নক্ষত্রই ১ থেকে ১০ বিলিয়ন বছরের পুরোনো। এযাবৎ আবিষ্কৃত সবচেয়ে পুরোনো নক্ষত্রটির নাম ঐউ ১৫২৩-০৯০১। এটি ১৩ দশমিক ২ বিলিয়ন বছরের পুরোনো।
- এডমন্ড হ্যালি সর্বপ্রথম আমাদের কাছাকাছি অবস্থিত এক জোড়া স্থির নক্ষত্রের সঠিক গতি পরিমাপ করে তা প্রকাশ করেছিলেন।
- সারা বিশ্বে প্রতিদিন গড়ে প্রায় তিন বিলিয়ন কাপ চা পান করা হয়। পানির পর চা-ই বিশ্বের জনপ্রিয়তম পানীয়। তিব্বতে চা-কে পবিত্র পানীয় হিসেবে গণ্য করা হয়।
- ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জন লগি বেয়ার্ড ১৯২৩ সালে প্রথম টেলিভিশনের ছবি দূরে পাঠাতে সক্ষম হন। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে টেলিভিশন চালু হয় ১৯৪০ সালে।
- ১৯৪৮ সালে প্রথম টেলিভিশন রিমোট কন্ট্রোল আবিষ্কৃত হয়। তখন এর নাম ছিল টেলিজুম।
- প্রাচীন আমলে মিসরের কিছু কিছু মানুষ খাজনা হিসেবে দিত মধু
- মানুষ ধরতে যেমন আঙুলের ছাপ ব্যবহার করা হয়, কুকুর ধরতে ব্যবহার করা হয় নাকের ছাপ
- পরনে ট্রাউজার না থাকার কারণে ফিনল্যান্ডে ডোনাল্ড ডাক কার্টুনটি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল

## WHY MOSCUITO NEVER GET COLD?

একফোঁটা বৃষ্টি মশার গায়ে পড়লে সেটা তার ওজনের ৫০ গুণ বেশি জোরে চাপ দেয়। এর ফলে মশা মরে চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু ওরা দিব্যি বৃষ্টির মধ্যে উড়ে বেড়ায়। এটা সম্ভব হয় মূলত দুটি কারণে। প্রথমত, মশা খুবই হালকা; দ্বিতীয়ত, মশার বাইরের গায়ের শক্ত কাঠামো। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, মশা বৃষ্টির ফোঁটার সঙ্গে গা এলিয়ে দিয়ে নিচে পড়তে থাকে, কোনো বাধা দেয় না। একটা হালকা বেলুনকে ঘুষি মারলে বেলুন যেমন ফাটে না, বরং উড়ে যায়, মশার বেলায়ও সে রকমই হয়। ওরা বৃষ্টির ফোঁটার সঙ্গে নিচে পড়তে থাকে, কিন্তু মাটিতে পড়ার আগমুহূর্তে নিজেকে সরিয়ে নেয়। মশার লম্বা পা ও পাখা তাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করে। তা ছাড়া ২৫ শতাংশ ক্ষেত্রে বৃষ্টির ফোঁটা মশার পাখার ফাঁক গলে পড়ে যায়। বৃষ্টিতে মশার আচরণ পর্যবেক্ষণের জন্য উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ভিডিওচিত্র গ্রহণ করে পরিচালিত এক গবেষণায় এসব তথ্য জানা গেছে।

## FUNNY STORY Modan Mohoner Goyendagiri

একদিন এক কৃষকের বাড়িতে হানা দিলেন এক গোয়েন্দা। সহজ সরল কৃষককে ধমক দিয়ে গোয়েন্দা বললেন, 'সরে দাঁড়াও, আজ তোমার বাড়িতে তলাশি করব!'

কৃষক বললেন, 'তলাশি করতে চান, করুন স্যার। কিন্তু দয়া করে বাড়ির উত্তর দিকের মাঠটাতে যাবেন না।'

গোয়েন্দা কৃষকের নাকের ডগায় পরিচয়পত্রটা ঝুলিয়ে বললেন, 'এটা চেন? এখানে আমার নাম লেখা আছে—গোয়েন্দা মদন মোহন! এটা দেখলে যে কেউ ভয়ে কুঁকড়ে যায়! আর তুমি কিনা আমার কাজে বাধা দিতে চাও?'

ঝাড়ি খেয়ে আর কিছু বললেন না কৃষক।

কিছুক্ষণ পরই দেখা গেল, উত্তর দিকের মাঠ থেকে গোয়েন্দা মদন মোহনের চিৎকার শোনা যাচ্ছে, 'বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও'। কৃষক ছুটে গিয়ে দেখলেন, একটা ষাঁড় মদন মোহন কে তাড়া করছে। দূর থেকে কৃষক বললেন, 'স্যার, ওকে আপনার পরিচয়পত্রটা দেখান!'

গোয়েন্দাপ্রধান: চোরাকারবারিদের অনুসরণ করে তুমি কি হোটেল সুপার স্টারে গিয়েছিলে?

গোয়েন্দা সহকারী: অবশ্যই, স্যার!

গোয়েন্দাপ্রধান: ওরা তোমাকে চিনে ফেলেনি তো?

গোয়েন্দা সহকারী: অসম্ভব, স্যার। আমি ছদ্মবেশ নিয়ে হোটেলের ভেতরে ঢুকে গেছি।

গোয়েন্দাপ্রধান: কিসের ছদ্মবেশে গিয়েছিলে?

গোয়েন্দা সহকারী: স্যার, ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে।

গোয়েন্দাপ্রধান: কী?! হোটেল সুপার স্টারের মতো একটা জায়গায় তুমি ভিক্ষুকের ছদ্মবেশে গিয়েছ? তোমাকে তো ভেতরে ঢুকতেই দেওয়ার কথা না!

গোয়েন্দা সহকারী: হা হা! স্যার কি আমাকে অত বোকা ভেবেছেন? জানতাম, ঢুকতে দেবে না। সে জন্য আগে থেকেই গলায় পরিচয়পত্রটা ঝুলিয়ে রেখেছিলাম!

বিখ্যাত গোয়েন্দা শার্লক হোমস ও তাঁর সহকারী ওয়াটসন একটা বেলুনে চেপে উড়ে বেড়াচ্ছিলেন। উড়তে উড়তে চলে যাচ্ছিলেন এক দেশ থেকে আরেক দেশে।

নিজেদের অবস্থান বুঝতে না পেরে শার্লক বেলুন থেকেই চিৎকার করে এক লোককে ডাকলেন, 'এই যে শুনছেন, আমরা এখন কোথায় আছি বলতে পারেন?'

লোকটা কিছুক্ষণ ভেবে উত্তর দিল, 'আপনারা একটা বেলুনে আছেন।'

উত্তর শুনে শার্লক তাঁর সহকারীকে বললেন, 'ওয়াটসন, বলো তো, এই লোকটার পরিচয় কী?'

ওয়াটসন: আমার ধারণা, লোকটা পাগল।

শার্লক হোমস: নাহ্। সে একজন গণিতবিদ।

ওয়াটসন: কী করে বুঝলে?

ওয়াটসন: প্রথমত, লোকটা উত্তর দেওয়ার আগে কিছুক্ষণ ভেবে নিয়েছে। দ্বিতীয়ত, লোকটা আমাদের একদম সঠিক উত্তরটাই দিয়েছে। তৃতীয়ত, তার উত্তরের কোনো ব্যবহারিক প্রয়োগ নেই!

সরদার তাঁর বন্ধুকে বলছেন, 'জানিস, আমি গোয়েন্দা উপন্যাস সব সময় মাঝামাঝি থেকে পড়া শুরু করি। তাতে মজাটা বেশি হয়।'

বন্ধু: কীভাবে?

সরদার: তখন শুধু উপন্যাসের শেষ না, শুরুটা জানারও কৌতূহল থাকে!

ছোট্ট মিতু গেছে গোয়েন্দাদের অফিসে। দেয়ালে 'ওয়ান্টেড'-এর তালিকায় টাঙানো অপরাধীদের ছবি দেখে সে গোয়েন্দা অফিসারকে প্রশ্ন করল, 'তোমরা কি সত্যিই ওদের গ্রেপ্তার করতে চাও?'

গোয়েন্দা: অবশ্যই।

মিতু: তাহলে ছবি তোলার সময়ই আটকে রাখলে না কেন?!

এক বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে। প্রতিবেশীর বাড়িতে অনুসন্ধানের কাজে গেছেন গোয়েন্দা।

গোয়েন্দা: গত রাতে পাশের বাসা থেকে আপনারা কোনো শব্দ শুনতে পেয়েছেন?

প্রতিবেশী: নাহ্! গোলাগুলি, চিৎকার আর ওদের কুকুরটার চেঁচামেচির যন্ত্রণায় কিছু শোনাই যাচ্ছিল না!

**-Bidhan Chakraborty**

VMS Picnic Day 2012

VMS Picnic Day 2012

VMS Picnic Day 2012

VMS Picnic Day 2012

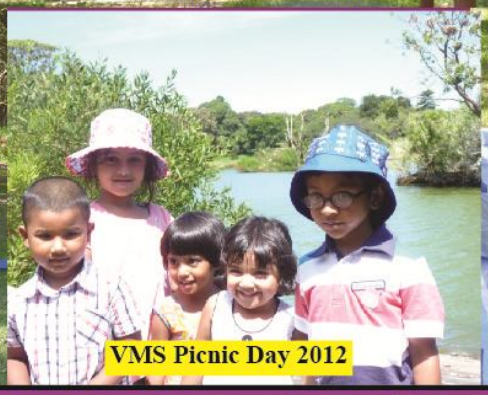
VMS Picnic Day 2012

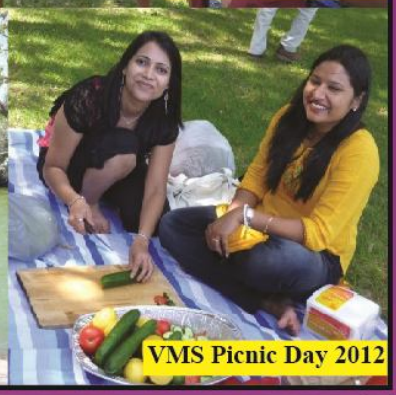
VMS Picnic Day 2012

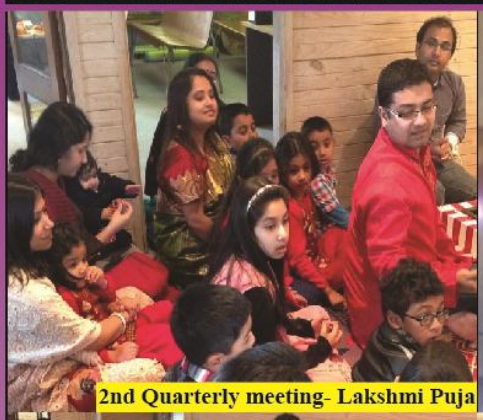
2nd Quarterly meeting- Lakshmi Puja

2nd Quarterly meeting- Lakshmi Puja

2nd Quarterly meeting- Lakshmi Puja

2nd Quarterly meeting- Lakshmi Puja

2nd Quarterly meeting- Lakshmi Puja

2nd Quarterly meeting- Lakshmi Puja

2nd Quarterly meeting- Lakshmi Puja

# মুখোমুখি

## (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরে সাথে আশীষ বাবলুর সাক্ষাৎকার )

শিলাইদহ গ্রাম পাবনা শহর আর পদ্মা নদীর এপার ওপার। সিরাজগঞ্জ মহকুমায় সাহাজাদপুর। পদ্মা পার হতে গিয়ে তার রুঙ্গিনী রূপ দেখে মনে হলো এ নদী যে না দেখেছে সে বাংলাদেশ দেখেনি। জলতরঙ্গের দামামা বাজিয়ে শত শত যোদ্ধা ছুটছে। এপারে ভাঙ্গছে ইতিহাস ওপারে গড়ছে ভুগোল। আমার গন্তব্য রবীন্দ্রনাথের কুটিবাড়ী। রবীন্দ্রনাথকে দেখার আগে পদ্মা নদীকে একবার দেখে নেওয়া জরুরী। কবির প্রিয় নদী পদ্মা আর রবীন্দ্রনাথতো নদীমাতৃক কবি।

শাহজাদপুর বাজার পার হতেই চোখে পড়লো দোতলা হলুদ রঙ এর কুটিবাড়ীটি। উত্তরে বিরাট মাঠ। মাঠের এক কোনে অশত্থ গাছ। সামনে বাগান। অনেক রকম ফুলের গাছের পাশে মাথা উচু করে দাড়িয়ে আছে একটি কামিনী ফুলের গাছ। ঐ ফুলের গন্ধ মস্তিস্কে প্রবেশ না করিয়ে কুটি বাড়ীতে ঢোকা প্রায় অসম্ভব।

দরজা পার হতেই দেখি দোতলায় উঠবার সিড়ি। প্রথম যে ঘরটি দেখলাম সে ঘরের কাচের আলমারিতে কাচের এবং চিনে মাটির বাসনে ঠাসা। দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে বোঝা গেলো এটি জমিদার রবীন্দ্রনাথের দরবার কক্ষ। মাঝখানে বিরাট একটা শ্বেত পাথরের টেবিল। মেঝের সতরঞ্জির উপর ফরাস পাতা। দেওয়ালে ঠাকুরবাড়ীর আত্মীয় স্বজনের কয়েকটি প্রতিকৃতি। এর পরের ঘরটি লাইব্রেরী। দশটি কাচের আলমারী ভরা তিন হাজার দুস্প্রাপ্য বই সাজানো। ভৃত্য এনাত আলী একমনে বইয়ের ধুলো ঝাড়ছে। সারাবাড়িতে দুপুরের নির্জনতা। আমি কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম কবি কি ঘুমোচ্ছেন? এনাত আলী বললো - না উনি পুবের ঘরে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অনেককিছু কল্পনা করি আমরা কিন্তু দুপুরের ভুরিভোজন করে তাকিয়ায় মাথা দিয়ে নাক ডাকছেন এমন কল্পনা হাস্যকর ভাবে অসম্ভব। দুপুরে ঘুমানোকে তিনি কল্পনাশক্তির অবক্ষয় বলে মানতেন। বাংলার মধ্যাহ্নের রহস্যময় সৌন্দর্য রবীন্দ্রনাথের মত আর কারো কলমে প্রকাশীত হয়নি। পুবের ঘরে ঢুকেই দেখলাম কবি বসে আছেন তার ইজিচেয়ারে। সামনে খোলা জানালা। কবির শান্ত সুন্দর আলোকিত দীর্ঘ অবয়ব। উজ্জল গৌরবর্ন। সমুজ্জল দুটি চোখ, ধব ধবে সাদা মেঘের মতো দাড়ি। চোখে রূপালি ফ্রেমের চশমা।

আমাকে দেখেই একমুখ হেসে পাশের চেয়ারে বসতে ইশারা করলেন। আমি বললাম- ভেবেছিলাম এই অসময় ভর দুপুরে আপনি বিছানায় বিশ্রাম নিচ্ছেন। কবি হেসে বললেন- 'তবে দিব্যি চিকচিকে গোল গাল হয়ে ওঠা যেতো।' আমি খাতা পেন্সিল বের করলাম। এত কাছে এত সহজে কবিকে পাবো কল্পনা করিনি। সাক্ষাৎকারের প্রশ্ন তৈরী করে এনেছি। কাগজ কলম নিয়ে বসলাম। কবিকে প্রথম প্রশ্ন ছিল

'আচ্ছা কাকে আমরা কবি বলতে পারি?

– অন্য মানুষের সাথে কবিদের তফাত কি জানো? বিধাতার নিজের হাতের তৈরী শৈশব কবিদের মন থেকে কিছুতেই ঘোচেনা। কোনদিন তাদের চোখ বুড়ো হয়না। তাই চির নবীন এই পৃথিবীর সঙ্গে তাদের চিরদিনের বন্ধুত্ব থেকে যায়।

-আর কবিত্ব?

- নিজের প্রাণের মধ্যে পরের প্রাণের মধ্যে ও পবৃতির প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করার ক্ষমতাকেই বলে কবিত্ব।

- আপনি সাহিত্যিক কেন হলেন?

-পদ্ম ফুলকে যদি জিজ্ঞেস করো তুমি কেন হলে? সে বলবে আমি হবার জন্যই হলাম। সাহিত্যিকেরও সেই একটি জবাব।

-ইদানিং আধুনিক কবিতা প্রচুর লেখা হচ্ছে আপনি আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে কি ভাবেন?

-আধুনিক কবিরা যে মিল বর্জন করে লাইন ভেঙ্গে কবিতা রচনা করছে তাতে কিছু দোষ নেই। গদ্য সহজ হলেও গদ্যছন্দ সহজ নয়।

-জীবনানন্দ দাসের কবিতা পড়ে আপনার কেমন লেগেছে?

-কবিতাগুলো পড়ে খুশী হয়েছি। লেখার রস আছে, স্বকীয়তা আছে, এবং তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে।

-কবিতার পাশাপাশি আপনি গানের জগতে কি করে এলেন?

- আমার মনের মধ্যে নানা হৃদয়কো ঘুরে বেড়ায়। ছন্দে, সুরে, কথায় যখন সে বিশেষ হয়ে উঠে তখন সে হয় কাব্য, সে হয় গান।

-তাহলে গান কবিতাকেও ছাড়িয়ে যায়।

-হ্যাঁ বাক্য যেখানে শেষ হয়েছে সেখানেই গানের শুরু। বাক্য যা বলতে পারে না গান তাই বলে।

-কবিতার মতো গানের কি ছন্দ রয়েছে।

- অবশ্যই কবিতার যেটা ছন্দ গানের সেটাই লয়। এই লয় জিনিসটা সৃষ্টি ব্যাপিয়া আছে। আকাশের তারা থেকে পতঙ্গের পাখা পর্যন্ত সবাই একে মানে বলেই বিশ্ব সংসার এমন সুন্দর ভাবে চলছে অথচ ভেঙ্গে পরছেনা।

-হিন্দুস্থানী রাগ সঙ্গীত সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?

-আমাদের দেশের গাইয়েরা কিছুতেই মনে রাখেনা সঙ্গীতটা হচ্ছে একটা আর্ট। আর আর্টের প্রধান তত্ব হচ্ছে তার পরিমিতি। সীমা ছাড়িয়ে গেলেই তার বিকৃতি।

-ওস্তাদের আপনি কি পরামর্শ দেবেন?

-সঙ্গীতে ওস্তাদির চেয়েও বড় একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে'দরদ' সঙ্গীত কৌশল প্রকাশের স্থান নয়, ভাব প্রকাশে স্থান।

-বাংলার গ্রামে গঞ্জে যে সব গান রয়েছে তার মধ্যে কোন গান আপনাকে বেশী টানে?

-বাউল গান। বাউল গান হিন্দু মুসলমান উভয়েরই একত্রে হয়েছে অথচ কেই কাউকে আঘাত করেনি।

-এ বাড়ীতে ঢোকার সময় উত্তরের বাগানে দেখলাম কত ফুল ফুটে আছে। শুনেছি আপনিই এদের দেখাশুনা করেন?

-বিশ্বপ্রকৃতির সাথে ভাব করার একটা মস্ত সুবিধে সে আনন্দ দেয়, কিন্তু কিছু দাবী করেনা। সে তার বন্ধুত্বকে ফাঁসের মত বেঁধে ফেলাতে চেষ্টা করে না। সে মানুষকে মুক্তি দিয়ে তাকে দখল করে নিতে চায় না।

-এখানে আসতে আমাকে বেশ কয়েকখানা নদী পেড়োতে হলো, আপনিতো নদীকে ভালবাসেন তাইনা?

-নদী দেশকে দেয় জল, দেয় ফসল, কিন্তু সব চেয়ে বড় দান দেশকে দেয় গতি। কিন্তু আজকাল নদীর দিকে তাকালে মনে হয় গাদাবোট বহন করে পাটের বস্তা চালান করা ছাড়া তার যে আর কোন বড় কাজ ছিল তা বুঝবার উপায় নেই।

-আপনার কবিতায়, গানে সর্বত্রই সুন্দরের জয় দেখতে পাই কেন?

-সুন্দরের হাতে বিধাতার পাসপোর্ট আছে। সর্বত্রই তার প্রবেশ সহজ। সুন্দর প্রেরণা দেয়। সৌন্দর্য আমাদের উপকার করে বলেই সুন্দর নয়, সুন্দর বলেই উপকার করে।

–পৃথিবীকে আপনি কি চোখে দেখেন?

-আমি এই পৃথিবীকে ভারী ভালবাসি। এর মুখে সুদুর ব্যাপি একটা বিষাদ লেগে আছে। পৃথিবী যেন বলছে– আমি দেবতার মেয়ে অথচ দেবতার ক্ষমতা আমার নেই। আমি ভালবাসি কিন্তু রক্ষা করতে পারিনা। জন্ম দেই, মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারিনা। আমি আরম্ভ করি কিন্তু সম্পূর্ণ করতে পারিনা।

এই পর্যন্ত এসে আমাদের একটু থামতে হলো। এনাত আলী একটা চিনেমাটির প্লেটে তিনটি সন্দেশ ও দুটি পরোটা আর ঝকঝকে কাচের গ্লাসে এক গ্লাস জল আমার পাশের টেবিলে রেখে গেলো। কবি বললেন, খাও, বাবুর্চি কলিমুদ্দি মিএগর স্পেশাল বিশুদ্ধ রেড়ির তেলে সেকা পরোটা। একসঙ্গে ঔষধ এবং পথ্য। আমি একটা সন্দেশ এবং কিছুটা পরটা মুখে দিয়ে আবার শুরু করলাম।ঔষধ হোক বা পথ্য তবে খেতে দুটোই সুস্বাদু হয়েছে।

-মাতৃভাষার গুরুত্ব মানুষের জীবনে কতটুকু?

-আমরা যেমন মাতৃক্রোরে জন্মেছি তেমনি মাতৃভাষার ক্রোরে আমাদের জন্ম। এই উভয় জননীই আমাদের পক্ষে সজীব ও অপরিহার্য।

-ইংরেজী ভাষা না জানলে বর্তমান পৃথিবীতে আমাদের চলা যে কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

-ইংরেজী আমাদের পক্ষে কাজের ভাষা কিন্তু ভাবের ভাষা নয়।

- বাংলাভাষা এখন ইংরেজী চাপে বড় কষ্টে আছে। বাংলা জানেনা এমন বাঙ্গালীর মাঝে মধ্যেই চোখে পরে।

-সাহেব যদি হেসে বলে- বা! তুমিতো ইংরেজী মন্দ বল না। তারপর থেকে বাংলা চর্চা করা তার পক্ষে বড়োই কঠিন হয়ে ওঠে।

-আপনিতো উঠতে বসতে সাহেবদের সান্নিধ্য পাচ্ছেন, তাদের আপনি কি চোখে দেখেন?

-সাহেব যখন চিঠির শেষে আমাকে লেখেন দুড়ুং গুঁড়ু সত্যিই তোমারই, তখন তাহার ঘনিষ্ঠ আত্নিয়তার 'সত্যই' পদটুকুকে তর্জমা করে আমি এই বুঝি– তিনি সত্যিই আমার নহেন।

-আপনিতো অনেকদিন বিলেত ছিলেন প্রতিবেশী ইংরেজদের কেমন লাগতো?

-আমি এবং আমার প্রতিবেশী ইংরেজ এক জায়গায় বাস করি কিন্তু এক জগতে নয়। তার মানে তার জীবনের ছন্দ আমার থেকে সতন্ত্র। সেই জন্যই তার খেলার সাথে আমার খেলা মেলেনা।

-ইংরেজ মেয়েদের কেমন লাগতো?

-ইংরেজ মেয়েদের মতো সুন্দরী পৃথিবীতে নেই। ননীর মতো সুকোমল শুভ্র রঙের উপর একখানি পাতলা টুকটুকে ঠোট। সুগঠিত নাসিকা এবং দীর্ঘ পল্লব বিশিষ্ট নির্মল নীল নেত্র। দেখে পথকষ্ট দূর হয়ে যায়।

-গীতাঞ্জলী সম্বন্ধে কিছু বলুন?

- ওটাযে কেমন করে লিখলাম এবং কেমন করে লোকের এত ভালো লেগে গেল সে কথা আমি আজ পর্যন্ত ভেবেই পেলাম না।

-আপনিতো নিজেই গীতাঞ্জলীর কবিতাগুলো ইংরেজীতে তর্জমা করেছেন?

-অসুস্থ অবস্থায় শিলাইদহে বসন্তযাপন করছিলাম তখন গীতাঞ্জলী থেকে ছোট ছোট গান ইংরেজী গদ্যে তর্জমা করেছিলাম। মুহূর্তের জন্য মনে করিনি সেগুলো কাজে লাগবে বিশেষত ইংরেজী ভাষায় আমার অধিকার সম্বন্ধে আমার মনে লেষমাত্র অহংকার নেই।

-নোবেল প্রাইজ পেয়ে আপনার অনুভুতি কি?

- বিলেতে রাস্তায় দুষ্ট বালকরা কৌতুক করবার জন্য কুকুরের ল্যাজে ঝুমঝুমি বেধে দেয়। আমার নামের পেছনে তেমন একটা ঝুমঝুমি বাধা হয়েছে চলতে গেলেই শব্দ হয়।

-সমালোচকরা সব সময় এ দেশে কেউ ভাল কিছু করলেই তার পেছনে লেগে যায় আপনি এদের কী মনে করেন?

-যে মশক হস্তীক বিব্রত করে তোলে সে মশক হস্তির চেয়ে বড় নয়।

-সমালোচকদের লেখা পড়লে মনে হয় তারা সবজান্তা । আপনি কি বলেন?

-পৃথিবীতে বড় হওয়া শক্ত। কিন্তু নিজেকে বড় মনে করা সবচেয়ে সহজ।

-জাতীয়তাবাদ সম্বন্ধে আপনি এত সোচ্চার কেন?

-আজকের দিনে একথা বলার সময় এসেছে মানুষ সর্বদেশের সর্বকালের। তারমধ্যে কোন জাতীয়তা বা বর্নভেদ নেই।

-জাতীয়তাতো এক ধরনের দেশকে ভালবাসার প্রকাশ তাইনা?

-না, যে মানুষ সংকীর্ণভাবে বা একান্ত ভাবে স্বদেশিকতার মধ্যে বদ্ধ. তিনি স্বদেশকে প্রকাশ করেন না।

-আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা দেখে আপনার কি মনে হয়?

-শিক্ষাকে আমরা বাহন করলাম না, শিক্ষাকে আমরা বহন করে গেলাম।

-দেশে এখন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভরে গেছে। তাদের ভবিষ্যৎ কি?

- ইস্কুলের বেঞ্চিতে বসে যারা শুধু ইংরেজী পড়া মুখস্ত করলো তারা দেশ বলতে বুঝলো শিক্ষিত সমাজ, ময়ূর বলতে বুঝলো তাদের পেখম, হাতি বলতে বুঝলো তার গজদন্ত।

-দেশ চালাতে তো ইংরেজী জানা শিক্ষীত লোকের দরকার।

-আমাদের ইংরেজী পড়া শহরের লোক যখন নিরক্ষর গ্রামের মানুষের কাছে গিয়ে বলে আমরা উভয়ে ভাই তখন এই ভাই কথাটার মানে সে বেচারা কিছুই বুঝতে পারে না।

- বাঙ্গালী চরিত্র সম্বন্ধে কিছু বলুন?

-আমরা বাঙ্গালীরা অধিকাংশই চিন্তাশীল এবং দুর্ভাগ্যক্রমে স্বাধীন চিন্তাশীল। স্বাধীন চিন্তার অর্থ এই,যে চিন্তার কোন অবলম্বন নেই, যার জন্য কোন বিশেষ শিক্ষা বা সন্ধান প্রমান বা দৃষ্টান্তের প্রয়োজন হয় না।

- আর যাই বলুন পলিমাটির দেশের বাঙ্গালী কিন্তু বড় অভিমানী।

- যে সব বিষয়ে অক্ষম যে কথায় কথায় অভিমান প্রকাশ করে থাকে। এই অভিমান জিনিসটা বাঙ্গালী প্রবৃতির মজ্জাগত নির্লজ্জ দুর্বলতার পরিচয়।

-বাঙ্গালী সম্বন্ধে আপনার এত রাগ কেন?

-পৃথিবীর সকল দেশ অসীম কালের পটে নিজেদের নাম খুদিতেছে। বাঙ্গালীর নাম কি কেবল দরখাস্তের দ্বিতীয় পাতায় লেখা থাকবে।

-আমাদের দেশের নেতাদের দেখে আপনার কি মনে হয়?

- নেতাদের 'মত' কী তাতো বারবার শুনছি, তাদের 'কাজ' কী কেবল সেটাই দেখা হলোনা।

-দেশের জনসাধারন?

-মুখে আমরা যাই বলি দেশ বলতে আমরা বুঝি, সে হচ্ছে ভদ্রলোকের দেশ, জনসাধারণকে আমরা বুঝি ছোটলোক, এই সংজ্ঞাটা বহুকাল ধরে আমাদের অস্তিমজ্জায় প্রবেশ করেছে।

-দেশেতো কিছু কিছু উন্নতি হচ্ছে?

-আমরা উন্নতির পালে একটু খানি ফু দিচ্ছি, তবে যতখানি গাল ফুলছে ততখানি পাল ফুলছেনা।

-কিছুদিন আগে আপনার চোখের বালি' উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ন হয়েছে। সমাপ্তিটা কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছি না। এমন ভাবে গল্পটা শেষ করলেন কেন?

-চোখের বালি' বেরোবার অনতিকাল পর থেকেই তার সমাপ্তিটায় আমি মনে মনে অনুতাপ করে এসেছি, নিন্দার দ্বারা তার প্রায়শ্চিত্ত হওয়া উচিত।

-আপনার প্রথম প্রেয়সী ?

এ জীবনে কবিতাই আমার প্রথম প্রেয়সী। তার সঙ্গে বেশিদিন বিচ্ছেদ সহ্য হয়না।

-আপনার বেঁচে থাকা?

বিশ্বজগতে আমার প্রায় কোন কিছুতেই ঔদাসীন্য নেই, তার মানে আমি খুব ব্যাপকভাবে বেঁচে আছি।

-জীবনের আইডিয়াল?

-আমার জীবনের আইডিয়াল হচ্ছে যখন যে কর্তব্য স্কন্ধে এসে পড়ে তাকে ফেলে না দিয়ে সহিষ্ণু ভাবে বহন করা।

-পারিবারিক আসক্তি?

-আমার পারিবারিক আসক্তি তেমন প্রবল নয়। কোনো মানুষ আমার পরিবার নামক একটা শ্রেণীর মধ্যে পড়ে গেছে বলেই সে অন্য মানুষের চেয়ে আমার কাছে মনোরম তা নয়।

-আপনার সমস্যা?

-আমার জীবনের সবচাইতে কঠিন সমস্যা আমার কবিপ্রকৃতি।

-হতভাগ্য দেশ?

-যে দেশ প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায় অন্য কোন বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারেনা। সে দেশ হতভাগ্য।

-ধর্মতন্ত্র?

-ধর্ম আর ধর্মতন্ত্র এক জিনিস নয়। মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম, দাসত্বের মন্ত্রপত্রে ধর্মতন্ত্র।

প্রবাসী বন্ধুদের জন্য কিছু বলুন?

-যে অবস্থার মধ্যেই থাক জীবনের উদ্দেশ্য ছোট করোনা। নিজেকে ক্ষুদ্র বলে ভেবোনা। বিষয়ী লোকেরা যে সমস্ত সংকীর্ণতার জালে জড়িয়ে থাকে তাকে শ্রদ্ধা করোনা।

-ওদের গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কেমন আছেন বলবো?

-আপন সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ একা ।

( সাক্ষাৎকার গ্রহন করেছি এই কথাটার মধ্যে চমক আছে সাথে আছে আমার নির্ভেজাল কল্পনা। আমি বিশ্বাস করি সাহিত্যে সবই সম্ভব। রবীন্দ্রনাথের নানা বই এর নানা উদ্ধৃতি টুকেছি গত পনেরো বছর। কবি বলেছিলেন-পন্ডিত হোস নে, বিদ্যান হোস. সেই কথা মনে রেখে কোন তথ্য সৃষ্টির চেষ্টা করিনি। প্রশ্নগুলো আমার হলেও উত্তরগুলো সমস্তটাই রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। লেখাটা পড়ে পাঠকের মনে কবির চিন্তা চেতনার যদি একটা অস্পষ্ট ধারণাও জন্মায় তবে বলবো আমার উদ্দেশ্যে সফল হয়েছে -আশীষ )

ashisbablu@yahoo.com.au

# Phoenix World Travel

For All of your Travel Needs

License No. 2TA08108
ABN: 18 145 988 046

" Are you worried about your friends & relatives holiday visit to Australia??"
**Don't worry Mate,**
**For all of your Travel needs, we are ready to help you.**

**Hire Car & Shuttle Service**

- Airport Shuttle
- NSW Day Tours inc. Canberra
- Corporate clients & events
- Seniors/ Pensioners
- Race & Golf

SERVICES:

- Weddings
- Club & Hotels
- School Events
- Cruise's
- Concerts

E: info@phoenixworldtravel.com.au
W: www.phoenixworldtravel.com.au
**Suite 2, 52 Station St. Parramatta NSW 2150**
**Mob: 0412 270 295**

**For Bookings & Inquires: Ph: 1300 699 033**

Ria Worldwide Money Transfer

প্রবাসে বাংলার দৃঢ় কণ্ঠ
বাংলা বার্তা
THE BANGLA BARTA
A BANGLA NEWSPAPER
*Mostly Circulated Bangla Newspaper in Australia*
অস্ট্রেলিয়া থেকে প্রকাশিত একমাত্র বাংলা পাক্ষিক পত্রিকা

তাজা তাজা খবর আর, দারুন সব ফিচার নিয়ে এখন থেকে একমাত্র পাক্ষীক পত্রিকা বাংলা বার্তা আজই সংগ্রহ করুন আপনার কপি

**P.O.Box 3140, Eastlakes NSW 2018**
**E-mail: bangla_barta@yahoo.com.au**
**www.banglabarta.com.au**

hot line: 96 9797 35
YELLOW
PRINTING & DESIGN
PRINT | DESIGN | WEBSITE

A House of
TOTAL SOLUTION

**4 Gardeners Road, Kingsford 2032**
**Email: contact@yellowprinting.com.au**
**Phone: (02) 96 9797 35 Fax: 96 9797 36**
**www.yellowprinting.com.au**


All that I am, or hope to be, I owe to my angel mother. - **Abraham Lincoln**

OPEN 7 DAYS
8.00 AM - 10.00 PM

FamilyNeeds
ACN: 129 700 705. ABN: 27 129 700 705

আন্তরিক ও উন্নত সেবার অঙ্গীকার নিয়ে
সর্বাধুনিক ব্যবস্থাপনায় সিডনীতে পরিপূর্ন
পন্যের সমারোহে সর্ববৃহৎ সুপার মার্কেট

## সিডনীর সর্ববৃহৎ ও সর্বাধুনিক বাংলাদেশী সুপার মার্কেট

# FamilyNeeds

- সঠিক মূল্যের নিশ্চয়তা
- **হালাল বুচার, ফ্রেস ফ্রুটস ও বেজিটেবলস**
- বাংলাদেশী সকল ব্রান্ডের মানসম্পন্ন পণ্যের সমারোহ
- রয়েছে নিত্য নতুন আরো হরেক রকমারী
- বাংলাদেশী হিমায়ীত মাছ, শাক-সবজী এবং পিঠা
- বাংলাদেশী বিভিন্ন প্রকারের মাসিক পত্রিকা
- নিজস্ব গাড়ী পার্কিং ও শপিং ট্রলির সুাবধা
- Birthday ও Catering শপিং এর জন্য Special Discount
- সকল এেতাগনের জন্য রয়েছে বোনাস রিওয়ার্ড কার্ডের ব্যবস্থা*
- এশীয়ান এবং অস্ট্রেলিয়ান পন্যের সমারোহ

**AFK International Pty Ltd**

**Export, Import, Sales Marketing & Distribution**
Ph:02 9758 9773
Mob: 0434 483 008

## Blue Topaz

Bangladeshi grocery shop
Lakemba

**Ph:9740 4266**

বাংলাদেশী গ্রোসারী | হালাল বুচার | ফ্রেশ ভেজিটেবলস | অস্ট্রেলিয়ান গ্রোসারী

19A Evans Avenue, Eastlakes Shopping Centre (Old MacDonald Building), Eastlakes NSW 2018

**PH:02 9669 1069 FAX:02 9669 1560**

"We are *Committed* to taking Western Suburbs to different Heights"

GREAT PROPERTIES, GREAT LOCATIONS.

**Western Sydney**
Property Group
A Division of Bathla Group

Buy Direct from the Builder

New Property Listings out now

**Head Office:** 1/129 Magowar Road, Girraween, NSW - 2145

For all sales enquiries call, **1300 887 839**

**www.westernsydneyproperty.com.au**

All information featured is gathered from sources deemed to be reliable. Photos and dimensions quoted are a guide only. We have no doubt its accurate, however we cannot guarantee it. Areas are subject to final survey. The plan is an illustration only. Layout may change due to final council approval.